দৈনিক ই-ইত্তেফাক
শনিবার, ০৪ ডিসেম্বর ২০২১, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৮

জনমিতিক লভ্যাংশকে কাজে লাগাতে হবে

----অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

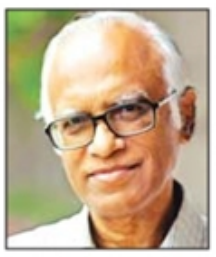

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এসেছে তরুণ শ্রমশক্তির হাত ধরেই। এই উন্নয়নে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট বা জনমিতিক লভ্যাংশ বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। আমরা এই সুবিধা আরো দুই দশক পর্যন্ত পাব। এর পর থেকে দেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তাই উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে এই সময়কে গুরুত্ব দিতে হবে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) বার্ষিক গবেষণা সম্মেলনের তৃতীয় ও শেষ দিনে সমাপনী আলোচনায় এ মন্তব্য করেন ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপের (ইআরজি) চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন এতে সঞ্চালনা করেন। ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ আরো বলেন, আমার প্রবৃদ্ধি অর্জন করছি কিন্তু এর সঙ্গে বৈষম্য বেড়েছে। মেগা প্রকল্পগুলো আমাদের প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এর পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে উদ্যোগ নিতে হবে। সামাজিক বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ অনেক অর্জন করেছে। কিন্তু পরবর্তী উন্নয়ন ধাপে যেতে হলে সুশাসন, ব্যবসার পরিবেশ উন্নতি, দুর্নীতি রোধ, সামাজিক খাতে ব্যয় বাড়ানোসহ, সরকারি সেবার মান বাড়াতে হবে।

রাজধানীর লেকশোর হোটেলে তিন দিনের এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

জনমিতিক লভ্যাংশকে

১৬ পৃষ্ঠার পর

আয়োজন করা হয়। গতকাল বিকালে সরকারি নীতির পর্যালোচনা এবং চ্যালেঞ্জ বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। আলোচনায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমেদ কায়কাউস, অর্থ বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার, পরিকল্পনা বিভাগের সচিব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির, পিআরআইয়ের চেয়ারম্যান ড. জায়িদী সাত্তার, এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন, এমসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর, ব্রাকের নির্বাহী পরিচালন আসিফ সালেহ।

ড. জায়িদী সাত্তার বলেন, আমরা বাণিজ্য নীতিতে দ্বৈত পদ্ধতি দেখতে পাচ্ছি। তৈরি পোশাক শিল্পে দশকের পর দশক আমরা সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু অন্য খাতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। অনির্দিষ্টকালের জন্য শিল্প সংরক্ষণ দেওয়া ঠিক নয়। অভ্যন্তরীণ বাজার নির্ভর শিল্পকেও গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন বলেন, রপ্তানির ৮৬ শতাংশ আসছে তৈরি পোশাক শিল্প থেকে। আরো ছয়-সাতটি সেক্টর ভালো করছে। সরকারি সহায়তা পেলে সেই খাতগুলোও ভালো করবে।

অর্থ বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার, বলেন, চলতি ও আগামী অর্থবছরের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে ভর্তুকি। বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং সারে যে পরিমাণ ভর্তুকি দেওয়া হয় সেটি জিডিপির হিসাবে প্রায় ১ শতাংশ। এখন ইউরিয়া সার উৎপাদনে খরচ হচ্ছে প্রায় ১০০ টাকা। কিন্তু কৃষক পর্যায়ে ১৬ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। জ্বালানির দাম যদি না বাড়ানো হতো তাহলে জিডিপির ২ শতাংশ ভর্তুকিতে চলে যেত। দ্বিতীয় বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে মূল্যস্ফীতি। বিশ্ববাজারে দাম বাড়ার প্রভাব এখানেও পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির বলেন, ব্যাংকের মন্দ ঋণ প্রকৃত পক্ষে কমছে। এখন ব্যাংকগুলোর মন্দ ঋণ নেমে এসেছে ৮ দশমিক ১ শতাংশে নেমে এসেছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের রপ্তানি বাড়লেও আঞ্চলিক বাণিজ্য বাড়ানো যায়নি। ১০ বছর আগে দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে যে বাণিজ্য হতো এখন তার মাত্র ২ শতাংশ বেড়েছে। আঞ্চলিক বাণিজ্য বাড়াতে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্বের চুক্তি করার গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে রয়েছে সঠিক পরিকল্পনা। গত ১৩ বছরে সঠিক পরিকল্পার ধারাবাহিকতায় এই উন্নয়ন হয়েছে। আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি ২০৩০ সালের মধ্যে ডাবল ডিজিট প্রবৃদ্ধি অর্জনের, কারণ ২০৩১ সালের মধ্যে আমাদের উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। এজন্য আমাদের রপ্তানিনির্ভর প্রবৃদ্ধির দিকে যেতে হবে।

Copyright The Daily Ittefaq © 2021
Developed by orangebd.com

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন। ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত। কাওরান বাজার ফোন: পিএবিএক্স: ৭১২২৬৬০, ৮১৮৯৯৬০, বার্তা ফ্যাক্স: ৮১৮৯০১৭-৮, মফস্বল ফ্যাক্স : ৮১৮৯৩৮৪, বিজ্ঞাপন-ফোন: ৮১৮৯৯৭১, ৭১২২৬৬৪ ফ্যাক্স: ৮১৮৯৯৭২, e-mail: ittefaq.adsection@yahoo.com, সার্কুলেশন ফ্যাক্স: ৮১৮৯৯৭৩। www.ittefaq.com.bd, ittefaqpressrelease@gmail.com

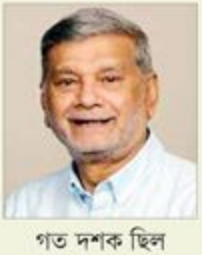

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) আয়োজিত বার্ষিক বিআইডিএস সম্মেলন গত ৩ ডিসেম্বর শেষ হয়েছে। ঢাকায় তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলনে খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন ভাবুক, আর্থিক বিশ্লেষকগণ তাদের মতামত তুলে ধরেন। তথ্যপ্রযুক্তি তথা ডিজিটাল ব্যবসা, ক্ষুদ্র উদ্যোগ, কর্মসংস্থান, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, নারীর উন্নয়ন, কোভিড-পরবর্তী অর্থনীতিসহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিষয়গুলো আলোচনায় প্রাধান্য পায়। বাংলাদেশের ৫০-এ রাজনৈতিক অর্থনীতি থেকে শুরু করে শিশুর পুষ্টি তথা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) বিষয়গুলোও তুলে ধরা হয় গুরুত্ব সহকারে। নীতিনির্ধারণে সহায়ক এসব আলোচনায় বিশিষ্ট আলোচকদের উল্লেখযোগ্য বক্তব্য নিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকের বিশেষ আয়োজন

বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান

গত দশক ছিল গেম চেঞ্জার

—এম এ মান্নান, পরিকল্পনামন্ত্রী

[illegible]

আয় বৈষম্য বেড়েছে, এতে টাকা পাচারও বাড়ে

—অধ্যাপক নুরুল ইসলাম

[illegible]

অনেক ক্ষেত্রে সুশাসনকে পাশ কাটানো হয়েছে

—অধ্যাপক রেহমান সোবহান

[illegible]

শহুরে দরিদ্রদের গুরুত্ব দিতে হবে

—হোসেন জিল্লুর রহমান

[illegible]

উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন শিল্পের দিকেও এগুতে হবে

—ড. মসিউর রহমান

[illegible]

করোনার প্রভাব কাটাতে দেওয়া প্রণোদনা পর্যাপ্ত নয়

—এস আর ওসমানী

[illegible]

প্রণোদনা বাস্তবায়নে অর্থনীতি সঠিক পথে রয়েছে

—ফজলে কবির, গভর্নর

[illegible]

অনেক ক্ষেত্রে ভারত পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ

—বিনায়ক সেন

[illegible]

রপ্তানিনির্ভর প্রবৃদ্ধির দিকে যেতে হবে

—ড. শামসুল আলম, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী

[illegible]

হাতে গোনা গোষ্ঠীকে সুবিধা দেয়া স্বজনতোষণের পুঁজিবাদ

—অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

[illegible]

ঋণখেলাপিরা বার বার মাফ পেয়েছে, তারা তিনজনের স্নেহের পাত্র

—ড. ফরাসউদ্দিন

[illegible]